দৈনিক ইত্তেফাক

১২ ৬

MAR. 02 2003

ইসলামপুর (জামালপুর)ঃ উপজেলার চর বড়ুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশকে দেখা যাচ্ছে -ইত্তেফাক

ইসলামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফিডিং প্রোগ্রাম চালু ॥ ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি

ইসলামপুর (জামালপুর) থেকে সংবাদদাতা ॥ স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম প্রাথমিক শিক্ষার দৃশ্যপট বদলে দিয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে এখন ছাত্রছাত্রী উপস্থিতির হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর প্রভাবে শিশুশ্রম হ্রাস পেতে শুরু করেছে। গত বছর ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে আমেরিকার অর্থায়নে ইসলামপুরের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ফিডিং প্রোগ্রাম চালু হয়। এ প্রোগ্রামের আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী প্রতিটি শিশুকে ২শ মিঃ লিঃ ওজ-

(১০ম পৃঃ দ্রঃ)

ইসলামপুরে প্রাথমিক

(৯ম পৃঃ পর)

নের এক প্যাকেট দুধ ও ৫০ মিঃ গ্রাম ওজনের এক প্যাকেট বিস্কুট দেয়া হয়।

স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামের ইসলামপুর অফিস ইনচার্জ সৈয়দ আবদুর রাজ্জাক রাজু জানায়, এ উপজেলায় ৮৩টি সরকারী, ৬৫টি বেসরকারী, ৪২টি স্যাটেলাইট, ২টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫৭টি এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও ১৬৪টি এনজিও স্কুলের প্রায় ৭৫ হাজার ছাত্রছাত্রী এ কর্মসূচীর আওতায় প্রতিদিন খাদ্য পাচ্ছে। ফিডিং প্রোগ্রাম চালুর ফলে এ উপজেলার প্রতিটি বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী উপস্থিতির ক্ষেত্রে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। এ প্রোগ্রাম চালুর আগে যেখানে ছাত্রছাত্রী উপস্থিতির হার ছিল ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ সেখানে এখন উপস্থিতির হার দাঁড়িয়েছে ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশে। গত ১৮ই জানুয়ারী সরেজমিনে পরিদর্শনকালে প্রত্যন্ত চরাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপচে পড়া ছাত্রছাত্রী সমাগম দেখা যায়। যে সব শিশু দু'মুঠো খাবারের জন্য অন্যের বাড়িতে কাজ করত তারা স্কুল-ফিডিং প্রোগ্রাম চালুর পর স্কুলে পড়তে যায়। উত্তর শশারিয়াবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুজন, আজিম ও শরীফা জানায়, তারা বিনা মজুরীতে অন্যের বাড়িতে কাজ করত, এখন করে না। চর বড়ুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম সিদ্দিকী জানায়, আগে স্কুলে ছাত্রছাত্রী উপস্থিতির হার বাড়ানোর জন্য মা ও অভিভাবক সমাবেশ, উঠান বৈঠক করতে হতো। ফিডিং প্রোগ্রাম চালুর ফলে এর প্রয়োজন পড়ছে না।